



[ishwarerain.org](http://ishwarerain.org)

# ঈশ্বরের আইন: পরিশিষ্ট ১: ৬১৩টি আদেশের মিথ

৬১৩টি আদেশের মিথ এবং ঈশ্বরের প্রত্যেক দাসের পালন করতে চেষ্টা করা উচিত এমন সত্য আদেশ

## সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি

অনেক সময়, যখন আমরা পরিত্রাণের জন্য পিতা এবং পুত্রের সমস্ত আদেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করি, কিছু পাঠক বিরক্ত হয় এবং এমন মন্তব্যের সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়: “যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের ৬১৩টি আদেশ পালন করতে হবে!”

এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করে যে অধিকাংশ মানুষের কোনো ধারণা নেই যে এই রহস্যময় আদেশের সংখ্যা—যা কেউ কখনো বাইবেলে দেখেনি—কোথা থেকে এসেছে বা এটি আসলে কী বোঝায়।

## মিথের উৎপত্তি ব্যাখ্যা

### প্রশ্নোত্তর বিন্যাস

এই অধ্যয়নে, আমরা প্রশ্নোত্তর বিন্যাসে এই মিথের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করব।

আমরা এটাও স্পষ্ট করব যে পবিত্র শাস্ত্রে থাকা ঈশ্বরের সত্য আদেশগুলি কী কী, যা প্রত্যেক ব্যক্তির, যিনি পিতা ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং তাঁর পুত্রের কাছে পাপের ক্ষমার জন্য পাঠানোর আশা করেন, পালন করতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: তথাকথিত ৬১৩টি আদেশ কী?

উত্তর: ৬১৩টি আদেশ (৬১৩ মিৎজভোৎ) ১২শ শতাব্দীতে ইহুদি অনুশীলনকারীদের জন্য র্যাবিদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর প্রধান লেখক ছিলেন স্প্যানিশ র্যাবি এবং দার্শনিক [মোশি মাইমোনিডিস](#) (১১৩৫–১২০৪), যিনি রামবাম নামেও পরিচিত।

---

প্রশ্ন: শান্ত্রে সত্যিই কি ৬১৩টি আদেশ আছে?

উত্তর: না। প্রভুর সত্য আদেশগুলি সংখ্যায় কম এবং পালন করা সহজ। শয়তান এই মিথটি প্রেরণা দিয়েছিল তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, যাতে মানবজাতিকে প্রভুর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করতে রাজি করানো যায়। এই কৌশলটি ইডেন থেকে চলে আসছে।

---

প্রশ্ন: ৬১৩ সংখ্যাটি কোথা থেকে এসেছে?

উত্তর: এই সংখ্যাটি র্যাবিনিক ঐতিহ্য এবং হিব্রু সংখ্যাতন্ত্রের ধারণা থেকে উদ্ভূত, যা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি সংখ্যাগত মান নির্ধারণ করে। একটি ঐতিহ্য দাবি করে যে tzitzit (תְּצִיִּצִית) শব্দটি, যার অর্থ ঝালর বা ঝুলি (দেখুন সংখ্যাপুস্তক ১৫:৩৭-৩৯), এর অক্ষরগুলি যোগ করলে ৬১৩ হয়।

বিশেষভাবে, এই ঝুলিগুলির, মিথ অনুসারে, প্রাথমিক সংখ্যাগত মান ৬০০ বলা হয়। আটটি সুতো এবং পাঁচটি গিঁট যোগ করলে মোট ৬১৩ হয়, যা তারা দাবি করে তওরাতে (বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক) আদেশের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। উল্লেখ্য যে tzitzit ব্যবহার একটি প্রকৃত আদেশ যা সকলের পালন করা উচিত, কিন্তু ৬১৩টি আদেশের সাথে এই সংযোগ সম্পূর্ণ উদ্ভাবন। এটি যিশু দ্বারা উল্লেখিত এবং নিন্দিত “প্রাচীনদের ঐতিহ্য”-এর একটি (দেখুন মথি ১৫:১-২০)। [\[tzitzit সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন\]](#)

---

প্রশ্ন: তারা কীভাবে **tzitzit** (ঝুলি) থেকে ৬১৩ সংখ্যার সাথে মানানোর জন্য এত আদেশ তৈরি করল?

উত্তর: অনেক কষ্ট এবং সৃজনশীলতার সাথে। তারা সত্য আদেশগুলিকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সংখ্যা বাড়িয়েছে। তারা পুরোহিত, মন্দির, কৃষি, পশুপালন, উৎসব এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সম্পর্কিত অসংখ্য আদেশও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

---

প্রশ্ন: আমাদের পালন করতে চেষ্টা করা উচিত সত্য আদেশগুলি কী কী?

উত্তর: দশটি আদেশ ছাড়াও, আরও কিছু আদেশ আছে, যা সবই পালন করা সহজ। কিছু পুরুষ বা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যগুলি সম্প্রদায়ের জন্য, এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য যেমন কৃষক এবং পশুপালক। অনেক আদেশ খ্রিস্টানদের জন্য প্রযোজ্য নয় কারণ তারা শুধুমাত্র লেবীয় গোত্রের বংশধরদের জন্য বা [জেরুজালেমের মন্দিরের](#) সাথে সম্পর্কিত, যা ৭০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বুঝতে হবে যে এখন, শেষ সময়ে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত বিশ্বস্ত সন্তানদের প্রস্তুত হতে ডাকছেন, কারণ যেকোনো মুহূর্তে, তিনি আমাদের এই দূষিত পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবেন। ঈশ্বর কেবল তাদেরই নেবেন যারা তাঁর সমস্ত আদেশ, ব্যতিক্রম ছাড়াই, পালন করতে চেষ্টা করে।



দশটি আদেশ ছাড়াও, আরও কিছু আদেশ আছে, যা সবই পালন করা সহজ। ঈশ্বর মোশিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাদের শেখাতে যে প্রভু আমাদের কাছ থেকে কী আশা করেন।

তোমার নেতাদের শিক্ষা এবং উদাহরণ অনুসরণ করো না, কেবল ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করো। জেন্টাইলরা ঈশ্বরের কোনো আদেশ থেকে মুক্ত নয়: “সমাবেশে তোমার জন্য এবং তোমার মধ্যে বসবাসকারী জেন্টাইল (অইহুদি) [גַּ' gēr (অপরিচিত, বিদেশী, অইহুদি)]-এর জন্য একই আইন থাকবে; এটি তোমার প্রজন্মের জন্য একটি চিরস্থায়ী আদেশ: প্রভুর সামনে, এটি তোমার এবং তোমার মধ্যে বসবাসকারী জেন্টাইল-এর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। একই আইন এবং বিধি তোমার এবং তোমার মধ্যে বসবাসকারী জেন্টাইল-এর জন্য প্রযোজ্য হবে” (সংখ্যাপুস্তক ১৫:১৫-১৬)।

“তোমার মধ্যে বসবাসকারী জেন্টাইল” শব্দটি এমন কোনো অইহুদিকে বোঝায় যিনি ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকদের সাথে যোগ দিতে এবং পরিগ্রহণ পেতে চান। “তোমরা যা জানো না তা উপাসনা করো; আমরা যা জানি তা উপাসনা করি, কারণ পরিগ্রহণ ইহুদিদের থেকে” (যোহন ৪:২২)।

নীচে খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রায়শই উপেক্ষিত আদেশগুলি দেওয়া হলো, যা সবই যিশু, তাঁর প্রেরিত এবং শিষ্যরা পালন করেছিলেন। যিশু আমাদের উদাহরণ।

**পুরুষদের জন্য আদেশ:**

- চুল এবং দাড়ি: “তোমার মাথার চুল গোল করে কাটবে না, এবং তোমার দাড়ির প্রান্ত নষ্ট করবে না” (লেবীয় পুস্তক ১৯:২৭)। [\[খ্রিস্টানের চুল এবং দাড়ি সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন।\]](#)
- তিজিত: “ইসরায়েলের পুত্রদের বলা, তাদের প্রজন্মে তাদের পোশাকের প্রান্তে ঝালর তৈরি করতে... এবং সেগুলির দিকে তাকাতে, প্রভুর সমস্ত আদেশ মনে রাখতে” (সংখ্যাপুস্তক ১৫:৩৭-৩৯)। [\[তিজিত সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন।\]](#)
- সুল্লত: “জন্মের আট দিন বয়সে, তোমার পুত্র সন্তানকে সুল্লত করতে দাও... স্থানীয় এবং জেন্টাইল উভয়ই।” (আদিপুস্তক ১৭:১২)। [\[খ্রিস্টান এবং সুল্লত সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন।\]](#)

## মহিলাদের জন্য আদেশ:

- ঋতুগ্রাহের সময় সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা: “যদি কেউ তার অসুস্থতার সময় কোনো মহিলার সাথে শোয় এবং তার নগ্নতা প্রকাশ করে... তাদের উভয়কে তাদের লোকদের মধ্য থেকে ধ্বংস করা হবে” (লেবীয় পুস্তক ২০:১৬)।

## সম্প্রদায়ের জন্য আদেশ:

- সাব্বাথ বিশ্রাম: “সাব্বাথ দিনটিকে পবিত্র রাখতে মনে রাখো। ছয় দিন তুমি কাজ করবে... কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার ঈশ্বর প্রভুর জন্য সাব্বাথ” (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১)। [\[সাব্বাথ সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন\]](#)
- নিষিদ্ধ খাবার: “স্থলে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে, এগুলি তুমি খেতে পারো...” (লেবীয় পুস্তক ১১:১-৪৬) [\[খ্রিস্টানদের জন্য নিষিদ্ধ মাংস সম্পর্কে অধ্যয়ন দেখুন।\]](#)

প্রশ্ন: তাঁর পত্রে (ইপিষ্টল), পৌল কি বলেননি যে যিশু আমাদের জন্য সমস্ত আদেশ পালন করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে সেগুলি বাতিল করেছেন?

উত্তর: একেবারেই না। পৌল নিজে ভয় পেতেন যদি দেখতেন যে পুরোহিতরা তাঁর লেখা ব্যবহার করে গির্জায় কী শিক্ষা দিচ্ছেন। পৌলসহ কোনো মানুষকে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র এবং চিরন্তন আইনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার কর্তৃত্ব দেননি। যদি এটি সত্য হতো, তাহলে নবী এবং যিশু উভয়ই স্পষ্ট করতেন যে ঈশ্বর তর্ষশের একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এই স্তরের কর্তৃত্ব দিয়ে পাঠাবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো পৌলের কোনো উল্লেখ নেই—না তানাখে (পুরাতন নিয়ম) নবীদের দ্বারা, না চারটি সুসমাচারে মশীহের দ্বারা। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈশ্বরের দ্বারা অব্যক্ত রাখা হতো না।

নবীরা নতুন নিয়মের সময়ে আবির্ভূত তিনজন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন: যিহূদা (গীতসংহিতা ৪১:৯), যোহন ব্যাপটিস্ট (ইশাইয়া ৪০:৩), এবং আরিমাথিয়ার যোষেফ (ইশাইয়া ৫৩:৯)। পৌলের কোনো উল্লেখ নেই, এবং এটি এই কারণে যে তিনি এমন কিছু শিক্ষা দেননি যা নবী বা যিশুর দ্বারা ইতিমধ্যে প্রকাশিত কিছুর সাথে যোগ করে বা বিরোধিতা করে।

যে কোনো খ্রিস্টান যিনি বিশ্বাস করেন যে পৌল পূর্বে লিখিত কিছু পরিবর্তন করেছেন তাদের তাদের বোঝার পুনর্বিবেচনা করা উচিত নবী এবং যিশুর সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য—অন্যভাবে নয়, যেমনটি অধিকাংশ মানুষ করে।

যদি কেউ পৌলের লেখাকে নবী এবং যিশুর সাথে মানিয়ে নিতে না পারে, তবে কোনো মানুষের লেখার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ঈশ্বরের অবাধ্যতা করার চেয়ে সেগুলি একপাশে রাখা ভালো। এই ধরনের যুক্তি চূড়ান্ত বিচারে অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেউ বিচারককে বলে রাজি করতে পারবে না, “আমি আপনার আদেশ উপেক্ষা করার জন্য নির্দোষ কারণ আমি পৌলকে অনুসরণ করেছি।” এখানে শেষ সময় সম্পর্কে যা প্রকাশিত হয়েছে: “এখানে সেই সাধুদের ধৈর্য যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে এবং যিশুতে বিশ্বাস রাখে” (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)।

---

প্রশ্ন: পবিত্র আত্মা কি ঈশ্বরের আইনে পরিবর্তন এবং বাতিলকরণ প্রেরণা দেননি?

উত্তর: এই ধরনের ধারণা নিন্দার সীমানায়। পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মা। যিশু স্পষ্ট করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের নির্দেশ দেওয়া তিনি যা ইতিমধ্যে বলেছিলেন তা মনে করিয়ে দিয়ে: “তিনি (আত্মা) তোমাদের সবকিছু শেখাবেন এবং আমি তোমাদের যা বলেছি সবকিছু মনে করিয়ে দেবেন” (যোহন ১৪:২৬)।

এমন কোনো উল্লেখ নেই যে পবিত্র আত্মা পুত্র বা পিতার নবীদের দ্বারা ইতিমধ্যে শেখানো নয় এমন একটি নতুন মতবাদ আনবে। পরিত্রাণ পবিত্র শাস্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিমধ্যে নবী এবং যিশুর দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল: “কারণ আমি নিজে থেকে কথা বলিনি, কিন্তু পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে আদেশ [*εντολή (entolē)* আদেশ, *নিয়ম, নির্দেশ*] দিয়েছেন যা আমি বলেছি সব বলতে। আমি জানি যে তাঁর আদেশ [*entolē*] চিরন্তন জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমি যা বলি তা পিতা আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই” (যোহন ১২:৪৯-৫০)।

প্রকাশের একটি ধারাবাহিকতা আছে যা খ্রিস্টের সাথে শেষ হয়েছে। আমরা এটি জানি কারণ, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মশীহের পরে নতুন প্রাথমিক মতবাদ নিয়ে কোনো মানুষের প্রেরণের বিষয়ে কোনো ভাববাণী নেই। পুনরুত্থানের পরে একমাত্র প্রকাশ শেষ সময় সম্পর্কিত, এবং যিশু এবং পৃথিবীর শেষের মধ্যে ঈশ্বরের নতুন মতবাদ উদ্ভূত হওয়ার বিষয়ে কিছুই নেই।

ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ অবিচ্ছিন্ন এবং চিরন্তন, এবং আমরা সেগুলির দ্বারা বিচারিত হব। যারা পিতাকে খুশি করেছে তারা পুত্রের কাছে পাঠানো হয়েছে তাঁর দ্বারা মুক্তি পাওয়ার জন্য। যারা পিতার আদেশের অবাধ্যতা করেছে তারা তাঁকে খুশি করেনি এবং পুত্রের কাছে পাঠানো হয়নি: “এই কারণে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে পিতা যদি তাদের সক্ষম না করেন তবে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না” (যোহন ৬:৬৫)।